ইসলামের পরিচয় ও দাওয়াতের মূলনীতি

১ম খণ্ড

মূল
ড. আবদুল কারীম যায়দান

অনুবাদ
মাওলানা শিব্বীর আহমদ
উস্তায, জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া ঢাকা

সম্পাদনা
মাওলানা আবুল বাশার মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম
শাইখুল হাদীস, জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া ঢাকা
খতীব, পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট জামে মসজিদ, তেজগাঁও, ঢাকা

আলোকধারা
আস্থা ও বিশুদ্ধতার অঙ্গীকার

ইসলামের পরিচয় ও দাওয়াতের মূলনীতি

(১ম খণ্ড)

প্রকাশক : আলোকধারা প্রকাশন
কওমী মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৬৮৯-৮৭৬১৪৮, ০১৬০৩-৫১৯০১৯
প্রথম প্রকাশ : রবিউল আউয়াল ১৪৪৭ হিজরী, আগস্ট ২০২৫ ঈসায়ী
অনলাইন পরিবেশক : রকমারি, ওয়াফিলাইফ, থানভী, বুকমার্ক

মূল্য : ৫৯৫ টাকা

স্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

Islamer Porichoy o Dawater Mulnity (1)
Written by D.Abdul Karim Zaidan
Translated by Mawlana Shibbir Ahmed
Published by Alokdhara Prokashan.
Price : Tk. 595 only

অর্পণ

সেই সকল দাঈ ও মুজাহিদের হাতে,
যারা ইসলামের প্রচারপ্রসার এবং দীনকে বিজয়ী
করার লক্ষ্যে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন,
শত সীমাবদ্ধতা আর প্রতিকূলতার বাধা ডিঙ্গিয়ে
দৃঢ় প্রত্যয়ে সম্মুখপানে এগিয়ে গেছেন।
আল্লাহ দয়াময় আমাদেরকেও সে কাফেলায়
শামিল করে নিন। আমীন!

শিব্বীর আহমদ

প্রকাশকের কথা

আরবি ভাষায় রচিত উসূলুদ্দাওয়া (أصول الدعوة) কিতাবটি দাওয়াতি জগতে এক অনন্য সংযোজন। স্বনামধন্য লেখক ড. আব্দুল কারীম যায়দান তাঁর বিখ্যাত এ গ্রন্থে ইসলামের পরিচয়, ইসলামি দাওয়াতের মূলনীতিসমূহ ও কার্যকর কৌশল বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। চমৎকারভাবে দাঈর দায়িত্ব ও কর্মপদ্ধতি এবং কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক দাওয়াতি নির্দেশনা উপস্থাপন করেছেন। তথ্যবহুল ও সুবিন্যস্ত আলোচনাসমৃদ্ধ এ গ্রন্থখানি বোদ্ধামহলে বেশ সমাদৃত। এমনকি মারকাযুদ্দাওয়া ও জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া ঢাকা'র মতো উচ্চতর দীনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এ গ্রন্থখানি পাঠ্যসূচিরও অন্তর্ভুক্ত।

বাংলাভাষী পাঠকদের উপকারে আসবে বিশ্বাসে গ্রন্থখানির বাংলা রূপান্তর করা হয়েছে। সম্মানিত অনুবাদক যথাসম্ভব মূল ব্যক্তব্যের মর্মার্থ অক্ষুণ্ন রেখে সাবলীল ও প্রাঞ্জল ভাষায় অনুবাদ করেছেন। অভিজ্ঞ হাতে সম্পাদনার পর এর উপযোগিতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। মূল্যবান এ গ্রন্থ প্রকাশ করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত ও কৃতজ্ঞ।

আমরা আশা করি, এই অনূদিত ও সম্পাদিত গ্রন্থখানি বাংলা ভাষাভাষী দাঈ ও জ্ঞানপিপাসু মুসলিম সাধারণের উপকারে আসবে। আল্লাহ তা'আলা এর সম্মানিত লেখক, অনুবাদক ও সম্পাদকসহ যে যেভাবে এর প্রকাশনায় জড়িত, সকলকে আপন শান অনুযায়ী জাযা দান করুন। আমাদের সকলকে তাঁর দীনের জন্য কবুল করুন। আমীন!

গ্রন্থখানি সর্বাঙ্গীণ সুন্দর ও ত্রুটিমুক্ত রাখতে আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি। তারপরও কারও কোনও পরামর্শ থাকলে আমরা তা কৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করব, ইনশাআল্লাহ।

আলোকধারা প্রকাশন-এর পক্ষে

মাওলানা মুহিব্বুর রহমান

সম্পাদকের কথা

‘উসূলুদ্দাওয়া’ (أصول الدعوة) কিতাবটি ইসলামকে চেনা ও ইসলামের দিকে ডাকার পদ্ধতি জানার জন্য আরবি ভাষায় রচিত অনবদ্য একটি গ্রন্থ। বিশিষ্ট ও সাধারণ সকলের জন্যই বিশেষভাবে উপযোগী বলে আরব-অনারব সর্বমহলেই কিতাবটি ব্যাপক সমাদর লাভ করেছে। এর লেখক হলেন ইরাকের প্রসিদ্ধ ফকীহ্‌ বহুগ্রন্থ প্রণেতা ড. আব্দুল কারীম যায়দান আল-‘আনী রহ.। সংগ্রামী এ মনীষী তাঁর অনন্য সব রচনা দ্বারা অগণিত পাঠককে উপকৃত ও পরিতৃপ্ত করেছেন। তাঁর রচনাবলির মধ্যে এ কিতাবটি দাওয়াতি ময়দানের এক অতুলনীয় কাণ্ডারী হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে। সঙ্গত কারণেই বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এটি পাঠ্যবই হিসেবে বরিত। বাংলাদেশেও বিভিন্ন ইসলামি বিদ্যাপীঠের উচ্চশিক্ষা কারিকুলামে এটি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয়—গ্রন্থখানির প্রাসঙ্গিকতা, গুরুত্ব ও গ্রহণযোগ্যতা কতখানি।

এখানে ইসলাম ধর্মের মৌলিক পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য এবং ইসলামি বিধিবিধানের তাৎপর্য ও রহস্য সবিস্তারে তুলে ধরা হয়েছে। বিবৃত হয়েছে ইসলামি সমাজব্যবস্থা, অর্থব্যবস্থাসহ ইসলামি রাষ্ট্রের পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা। দ্বিতীয় অংশে ইসলামি দাওয়াতের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, মূলনীতি ও বাস্তব কৌশলসমূহ সুবিন্যস্তভাবে আলোচনা করা হয়েছে। দাঈর মর্যাদা ও গুণাবলি, দাওয়াতের ময়দানে সম্ভাব্য বাধা-বিপত্তি ও উত্তরণের উপায়-উপকরণ ইত্যাদি বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে।

‘আলোকধারা প্রকাশন’-এর উদ্যোগে বাংলাভাষী পাঠকের উপকারার্থে গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ করা হয়েছে। গ্রন্থটির বিষয়বস্তু পাঠকের সামনে সহজে উপস্থাপনের জন্য আমরা এর নাম দিয়েছি ‘ইসলামের পরিচয় ও দাওয়াতের মূলনীতি’। যোগ্য আলেমে দীন, আমাদের প্রিয় ছাত্র মাওলানা শিব্বীর আহমদ সাবলীল ভাষায় গ্রন্থখানি অনুবাদ করেছেন। পাণ্ডুলিপিটি আমরা

আগাগোড়া পড়েছি। প্রিয় অনুবাদক বিশুদ্ধ ও যথাযথ অনুবাদে আপন দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন বলে প্রতীয়মান হয়েছে। তা সত্ত্বেও আমরা বাংলা ভাষার রীতি ও প্রাঞ্জলতা বজায় রাখতে কোথাও কোথাও ভাষাগত পরিমার্জন করেছি। জটিল জায়গাগুলোতে চেষ্টা করা হয়েছে যাতে পাঠকের কাছে এর বিষয়বস্তু আরও স্পষ্ট ও সহজবোধ্য হয়। এছাড়াও গ্রন্থে উল্লিখিত কুরআনের আয়াত ও হাদীছের উদ্ধৃতিসমূহ উৎস থেকে মিলিয়ে সঠিক স্থান ও গ্রন্থনাম উল্লেখ করা হয়েছে।

আমরা আশাবাদী, অনূদিত গ্রন্থখানি বাংলা ভাষাভাষী দাঈ, তালিবে ইলম, সাধারণ শিক্ষার্থী নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্যই উপকারী হবে এবং ইসলামকে চেনা ও ইসলামের দিকে দাওয়াতের কাজে এটি অত্যন্ত সহায়ক ও পথিকৃত হিসেবে ভূমিকা রাখবে।

আল্লাহর কাছে চাওয়া, তিনি আমাদের এ প্রচেষ্টা কবুল করুন, আমাদের সবাইকে তাঁর দীনের পথে অবিচল রাখুন এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের তাওফীক দান করুন। আমীন!

আবুল বাশার
তেজগাঁও, ঢাকা
১১-০৮-২০২৫ ঈ.

অনুবাদকের কথা

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد.

‘উসূলুদ্দাওয়া’ গ্রন্থটিকে অবশ্য পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কিছু নেই। এর নাম যদিও সংক্ষিপ্ত, কিন্তু বিষয়বস্তু অনেক ব্যাপক। ধীমান লেখক নিজেই গ্রন্থটির শুরুতে স্পষ্ট করেছেন তার এর বিষয়বস্তুর ব্যাপকতা। ব্যক্তিজীবন থেকে রাষ্ট্রব্যবস্থা পর্যন্ত নানা বিষয় সবিস্তারে এতে আলোচিত হয়েছে পরম যত্নের সঙ্গে। বাংলায় নাম দেওয়া হলো—ইসলামের পরিচয় ও দাওয়াতের মূলনীতি।

আলোকধারা প্রকাশনের পক্ষ থেকেই গ্রন্থটি বাছাই করা হয় বাংলায় অনুবাদের জন্যে, যখন এ প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানটি কেবল পথচলা শুরু করেছে, তখনই। আমার অযোগ্যতা সত্ত্বেও, কর্তৃপক্ষের স্নেহ ও ভালোবাসার কারণে, আমাকে বলা হয় এর অনুবাদ করার জন্যে। উসতাযে মুহতারাম, প্রাজ্ঞ আলেমে দীন হযরত মাওলানা আবুল বাশার মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম দামাত বারাকাতুহুম-এর নির্দেশ এড়িয়ে যেতে পারিনি। গ্রন্থটির কলেবর বেশ বড় হওয়ায় এতে আমার সময় লেগে যায় অনেক। অনুবাদ শুরু করেছিলাম ১১/৭/২০২০ তারিখে। আর অনুবাদকের কথা লিখছি আজ ১৭/৮/২০২৫-এ। এরপরও আল্লাহর শোকর, আমার মতো অযোগ্য একজনের কলমে অনূদিত হয়ে এমন মূল্যবান একটি গ্রন্থ এখন প্রেসে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত। فلله الحمد أولا وآخرا

বইপ্রকাশের আনন্দঘন এ মুহূর্তে আমি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি শ্রদ্ধেয় উসতায হযরত মাওলানা আবুল বাশার সাহেব দা.বা.এর। অনুবাদের জন্যে তিনি যেমন আমার প্রতি আস্থা রেখেছেন, এর

পাশাপাশি পুরো গ্রন্থটি তিনি আগাগোড়া সম্পাদনা করেছেন। আমার জন্যে এ এক বিশাল প্রাপ্তি! আল্লাহ তাআলা হুজুরকে নিজ শান মোতাবেক পুরস্কৃত করুন। আমি কৃতজ্ঞ আমার আরেক উসতায মাওলানা মুহিব্বুর রহমান সাহেব দা.বা.এর প্রতিও। এ বইটি সুন্দর ও আকর্ষণীয় করে প্রকাশের ক্ষেত্রে তার নানামুখী অবদান অনস্বীকার্য। আরও যাদের কাছ থেকে নানাসময় অনুবাদের ক্ষেত্রে সহযোগিতা নিয়েছি, তাদের প্রতিও কৃতজ্ঞ। বিশেষত জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া ঢাকার সুযোগ্য উসতায মাওলানা মোসাদ্দিক হোসাইন সাহেবের কথা মনে পড়ছে। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে এবং এ গ্রন্থের সঙ্গে সম্পৃক্ত অন্য সকলকে জাযায়ে খায়ের দান করুন। আমীন!

আল্লাহ তাআলা এ বইটিকে উম্মাহর জন্যে উপকারী বানিয়ে দিন। আমাদের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা তিনি কবুল করুন। দীন-ইসলামের নিষ্ঠাবান দাঈ ও খাদেম হিসেবে বাকি জীবনটুকু কাটানোর তাওফীক দান করুন। আমীন!

বিনীত
শিব্বীর আহমদ

মোহাম্মদপুর, ঢাকা
২২.২.১৪৪৭
১৭.৮.২০২৫

সূচি

শুরুর কথা ২৩

অধ্যায় : ১
দাওয়াতের বিষয়বস্তু

ভূমিকা ২৬

অনুচ্ছেদ : ১
ইসলামের পরিচয়

প্রথম সংজ্ঞা ২৭
দ্বিতীয় সংজ্ঞা ২৭
তৃতীয় সংজ্ঞা ৩০
চতুর্থ সংজ্ঞা ৩১
পঞ্চম সংজ্ঞা ৩২
ষষ্ঠ সংজ্ঞা ৩৬
ইসলামের অন্যান্য পরিচয় ৩৮
কোনো বৈপরীত্ব নেই, কোনো ইখতেলাফও নেই ৩৯
একাধিক সংজ্ঞা উল্লেখ করার উদ্দেশ্য ৩৯
সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য পরিচয় ৪০

অনুচ্ছেদ : ২
ইসলামের রুকনসমূহ

ভূমিকা ৪১

প্রথম রুকন : আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই মর্মে সাক্ষ্য প্রদান ৪২
শাহাদাত বা সাক্ষ্য প্রদানের অর্থ ৪২
‘ইলাহ’-এর অর্থ ৪৩
কালিমাতুত তাওহীদের অর্থ ৪৪

এক. তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ ৪৪
দুই. তাওহীদুর রুবূবিয়্যাহ ৪৭
তাওহীদুর রুবূবিয়্যাহর দলিল ৪৮
মানুষের হৃদয়ে তাওহীদুর রুবূবিয়্যাহ এবং কুরআন কারীম ৫০
একমাত্র 'রব' যিনি, তিনিই একমাত্র 'ইলাহ' ৫৩
আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও 'তাওহীদ'-এর আকিদা ৫৬
ইসলামে তাওহীদ-এর অবস্থান ৫৭

দ্বিতীয় রুকন : মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল—এ মর্মে সাক্ষ্য প্রদান ৫৮
এ সাক্ষ্য প্রদানের অর্থ ৫৮
আল্লাহর রাসূলগণের সংখ্যা অনেক ৫৮
রাসূল প্রেরণের যৌক্তিকতা ৫৯
রিসালাতের সমাপ্তি ৬০
মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি য়াসাল্লামের নবুওয়তের দলিলসমূহ ৬১
ই'জাযের দলিল ৬৩
বিরোধিতাকারীদের সামনে কুরআনের চ্যালেঞ্জ ৬৫
বিরুদ্ধবাদীদের প্রতি কুরআনের চ্যালেঞ্জে শর্তাবলির উপস্থিতি ৬৭
চ্যালেঞ্জের ফল এবং এর প্রমাণ ৬৯
চ্যালেঞ্জ এখনও চলমান ৭০
মুহাম্মদ সা.এর নবুওয়ত অস্বীকার মানুষের বিবেককে
খাটো করার নামান্তর ৭১
মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়ত
প্রমাণিত হলে অন্য সকল নবুওয়ত প্রমাণিত হয় ৭১
মুহাম্মদ সা. এর নবুওয়তের প্রতি ঈমানের দাবি ৭২
রাসূলের প্রতি আমাদের দায়িত্ব ৭৬
আল্লাহর হক এবং রাসূলের হক একসঙ্গে মিশিয়ে না ফেলা ৮০

তৃতীয় রুকন : নেক আমল

নেক আমলের পরিচয় ৮৫
ইসলামে নেক আমলের অবস্থান ৮৫
আমল কবুল হওয়ার জন্যে ইসলাম গ্রহণ করা শর্ত ৮৮
বিদ'আত ইসলামে প্রত্যাখ্যাত ৮৮

নেক আমলের নানা ধরন ৮৯
ইসলামে ইবাদতের গুরুত্ব ৯০
নামাযের গুরুত্ব ৯০
কুরআন কারীমের দলিল ৯১
হাদীস শরীফের দলিল ৯৩
নামাযের ভেদ ৯৩
অন্যান্য ইবাদত ৯৪
সর্বোত্তম নেক আমল কোনটি ৯৫
ব্যক্তি ও সমাজের কল্যাণসাধনে ইবাদতসমূহের প্রভাব ৯৬

অনুচ্ছেদ : ৩
ইসলামের বৈশিষ্ট্যসমূহ

ভূমিকা ৯৭

প্রথম বৈশিষ্ট্য : ইসলাম আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত

ইসলাম আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত—এ মর্মে নুসূস ৯৮
ইসলাম আল্লাহর পক্ষ থেকে আসার ফল ১০০

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য : ব্যাপকতা

ইসলামি বিধানের প্রকার ১০৮
সামগ্রিকতা বিচারে শরীয়া আইন ও মানবরচিত আইনের তুলনা ১১০

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য : সকল মানুষকে অন্তর্ভুক্তি

প্রথম দলিল : ইসলামি শরীয়তের দৃষ্টিতে মানবকল্যাণ ১১০
দ্বিতীয় দলিল : শরীয়তের নীতিমালা এবং এর আহকামের প্রকৃতি ১২২
মৌলিক নীতিমালা ১২২
এক. শূরানীতি ১২৩
দুই. সাম্যনীতি ১২৪
তিন : ন্যায়নীতি ১২৫
চার : ক্ষতি না করার নীতি ১২৬
বিস্তারিত বিধানাবলি ১২৬
তৃতীয় দলিল : বিধিবিধানের উৎসসমূহ ১৩৪

চতুর্থ বৈশিষ্ট্য : ইসলামে জাযা ও প্রতিদান

পঞ্চম বৈশিষ্ট্য : আদর্শবাদ ও বাস্তবমুখিতা

ভূমিকা ১৩৭
ইসলামে আদর্শবাদ ১৩৭
ভারসাম্য ১৩৭
ব্যাপক অন্তর্ভুক্তি ১৪২
ইসলামের বাস্তবমুখিতা ১৪৩

অনুচ্ছেদ : ৪
ইসলামি ব্যবস্থাসমূহ

ভূমিকা ১৫০
ইসলামে আখলাক-চরিত্রের নীতি ১৫২
আখলাকের পরিচয় ১৫২
আখলাকের গুরুত্ব ১৫২
ইসলামে আখলাকের মর্যাদা ১৫৫
ইসলামে চারিত্রিক নীতির বৈশিষ্ট্য ১৫৯
আখলাকের ব্যাপকতা এবং বিস্তারিত বর্ণনা ১৫৯
কুরআনের আলোকে উত্তম আখলাকের বিবরণ ১৬১
হাদীসের আলোকে আখলাকের বিবরণ ১৭৩
আখলাকের ব্যাপকতা ১৮২
উপকরণ ও লক্ষ্য—সর্বত্রই এর আবশ্যিকতা ১৮৫
ঈমান ও তাকওয়ার সঙ্গে আখলাকের সম্পর্ক ১৮৬
প্রতিদান ১৮৭
আখলাক অর্জন ও সংশোধন করা সম্ভব কিনা? ১৮৮
আখলাক-চরিত্রের সংশোধন কিংবা অর্জন কীভাবে সম্ভব হতে পারে? ১৯১
আখলাক-চরিত্র ঠিক করার উপায় ১৯৪

ইসলামে সমাজব্যবস্থা

ভূমিকা ২০৯

ইসলামে সমাজব্যবস্থার মূলনীতি ২১০
ইসলামি আকিদাকে সমাজের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করার ফল ২১৪

ইসলামি সমাজব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যসমূহ **২১৮**
এক. চরিত্র ও নৈতিকতা ২১৯
দুই. ন্যায়পরায়নতার আবশ্যিকতা ২২৪
তিন. পরিবারের প্রতি গুরুত্বারোপ ২৩০
চার. সমাজে নারীর অবস্থান নিরুপণ ২৫১
ইসলামপূর্ব যুগে সমাজে নারীদের অবস্থান ২৫২
ইসলামি সমাজে নারীদের অবস্থান ২৫৪
নারীদের হক ও অধিকার ২৫৫
নারীদের দায়িত্ব ২৫৮
নারীর বিশেষ দায়িত্ব ২৬৩
নারীর জন্যে আবশ্যকীয় বিষয়াবলি ২৬৫
পাঁচ. ব্যক্তির কাঁধে সমাজ সংশোধনের দায়িত্বারোপ ২৭২
এ দায়িত্বারোপের দলিলসমূহ ২৭৩
এ দায়িত্ব প্রদানের কারণ ২৭৭
এক. সমাজ দিয়ে ব্যক্তি প্রভাবিত হয় ২৭৭
দুই. সুস্থ সমাজ গঠনের প্রয়োজনীয়তা ২৭৮
তিন. সর্বগ্রাসী শাস্তি থেকে মুক্তি ২৮০
সমাজের সুস্থতা-অসুস্থতার মানদণ্ড ২৮৩

ফতোয়া-ব্যবস্থা

ভূমিকা ২৮৫
'ইফতা'র পরিচয় ২৮৬
মুসতাফতী **২৮৮**
পরিচয় ২৮৮
ইসতিফতা যাদের জন্যে হারাম ২৮৮
যাদের জন্যে ইসতিফতা আবশ্যক ২৮৯
ইসতিফতা কার জন্যে বৈধ ২৯০
মুসতাফতীর কর্তব্য—যোগ্য ব্যক্তিকে প্রশ্ন করা ২৯২
যোগ্যতর ব্যক্তির নিকট ইসতিফতা ২৯২
যোগ্যতম কে ২৯৩

একাধিক ব্যক্তির নিকট ইসতিফতা ২৯৫
একই ইসতিফতা পুনরায় করা ২৯৭
ইসতিফতার পদ্ধতি ২৯৮
নির্দিষ্ট কোনো মাযহাব অনুসারে ইসতিফতা ২৯৮
এ বিষয়ে অগ্রগণ্য মত ৩০০
মুসতাফতী কর্তৃক দলিল চাওয়া ৩০৩
মুসতাফতীর আদাব ও শিষ্টাচার ৩০৪

মুফতী **৩০৬**
মুফতীর জন্যে শর্তসমূহ ৩০৬
প্রথম শর্ত : ইসলাম ৩০৬
দ্বিতীয় শর্ত : পূর্ণ বয়স এবং বিবেকবুদ্ধি ৩০৭
তৃতীয় শর্ত : আদালাত ও বিশ্বস্ততা ৩০৮
চতুর্থ শর্ত : ইজতিহাদ ৩০৯
মুজতাহিদদের প্রকারভেদ ৩০৯
এক. মুজতাহিদে মুতলাক ৩১০
দুই. নির্দিষ্ট কোনো মাযহাবে মুজতাহিদ ৩১০
তিন. বিশেষ কোনো শাস্ত্রের মুজতাহিদ ৩১৩
চার. নির্দিষ্ট একটি কিংবা একাধিক মাসআলায় মুজতাহিদ ৩১৩
সারকথা ৩১৩
অন্য শর্তসমূহ ৩১৪
মুফতীর অপরিহার্যতা ৩১৫
মুফতীদের প্রস্তুত করার জন্যে করণীয় ৩১৫
অসৎ ও অজ্ঞ মুফতীর ওপর নিষেধাজ্ঞা ৩১৬
বায়তুল মাল থেকে মুফতীর ভাতা ৩১৭
মুফতীর দায় ৩১৭
মুফতীর কর্তব্য ও আদাবসমূহ ৩১৮

ইফতা **৩২০**
পরিচয় ৩২০
এ দায়িত্ব সর্বপ্রথম কে পালন করেছেন ৩২০

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে ফাতাওয়া প্রদান ৩২০
ফাতাওয়া প্রদানের অধিকার কার ৩২০
সাধারণ মানুষ যখন কোনো বিধান জানবে ৩২১
সাধারণ মানুষ কি হাদীসের কিতাব দেখে ফাতাওয়া দিতে পারবে ৩২২
ফাতাওয়া প্রদানের জন্যে ইমামের পক্ষ থেকে অনুমতি শর্ত কিনা ৩২২
ফাতাওয়া প্রদানের দায়িত্ব গ্রহণ ৩২৩
ফাতাওয়া দেওয়ার সময় নিয়তের বিশুদ্ধতা ৩২৩
ফাতাওয়া দেওয়া কার জন্যে জরুরি ৩২৪
ফাতাওয়া দেওয়া কার জন্যে হারাম ৩২৫
ফাতাওয়া প্রদান কার জন্যে মাকরুহ ৩২৫
ফাতাওয়া প্রদানে ভয় ও আশঙ্কা ৩২৬
ফাতাওয়া প্রদানে সাহসিকতা ৩২৭
ফাতাওয়া প্রদান থেকে বিরত থাকা ৩২৮
ফাতাওয়ার বিনিময় গ্রহণ ৩২৯
মুফতীর পক্ষে যার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয় তার জন্যে ফাতাওয়া ৩২৯

ফাতাওয়া ৩৩০
পরিচয় ৩৩০
ফাতাওয়ার ভিত্তি ৩৩০
প্রশ্নের বিষয়ের সঙ্গে ফাতাওয়ার সম্পর্ক ৩৩২
ফাতাওয়া যেন সুস্পষ্ট হয় ৩৩৩
ফাতাওয়ায় সংক্ষিপ্ততা ও দীর্ঘতা ৩৩৪
ফাতাওয়ার দলিল উল্লেখকরণ ৩৩৫
স্থান-কালের ভিন্নতায় ফাতাওয়ার ভিন্নতা ৩৩৫
ফাতাওয়ায় শক্ত ভাষা ও কসমের শব্দ ব্যবহার করা ৩৩৬
ফাতাওয়া লেখা বা বলায় বিবেচ্য বিষয়াদি ৩৩৭
ফাতাওয়ার ওপর আমল করা ৩৩৮
ফাতাওয়া ও আদেশের মধ্যে পার্থক্য ৩৩৯

হিসবা (সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ-এর রাষ্ট্রীয়) ব্যবস্থা

ভূমিকা ৩৪১
আলোচনা পদ্ধতি ৩৪২
হিসবার পরিচয় ও শরীয়তের দৃষ্টিতে এর বৈধতা ৩৪২
আভিধানিক অর্থ ৩৪২
পারিভাষিক অর্থ ৩৪২
এর বৈধতার দলিল ৩৪৩
এ বৈধতার সীমা ৩৪৫
ইসলামে হিসবা বা তদারকির গুরুত্ব ৩৪৬
হিসবার হিকমত ৩৪৭
হিসবার রুকনসমূহ ৩৪৯

মুহতাসিব বা হিসবা পালনকারী ৩৪৯
এসব পার্থক্যের ক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য ৩৫০
মুহতাসিবের কর্তৃত্ব ৩৫১
এ কর্তৃত্বের উদ্দেশ্য ৩৫১
মুহতাসিবের কর্তৃত্ব, বিচারকের কর্তৃত্ব ৩৫২
মুহতাসিবের শর্তসমূহ ৩৫৪
মুহতাসিবের আদাব ৩৬১

মুহতাসাব আলাইহি ৩৬৩
পরিচয় ৩৬৩
মুহতাসাব আলাইহির নানা প্রকার ৩৬৪
এক. আত্মীয়স্বজন ৩৬৪
দুই. অমুসলিম ৩৬৫
তিন. শাসকবর্গ ৩৬৫
চার. বিচারকগণ ৩৬৫
পাঁচ. বিভিন্ন পেশাজীবী ৩৬৬

হিসবার বিষয়বস্তু ৩৬৬
মন্দ কাজ বলে কী বোঝানো উদ্দেশ্য ৩৬৭

মন্দ বলার অধিকার কার ৩৬৮
মন্দ কাজের শর্তসমূহ ৩৬৯
এক. প্রকাশ্য হওয়া ৩৬৯
দুই. বিষয়টি চলমান থাকা ৩৭০
তিন. এ নিয়ে কোনো মতানৈক্য না থাকা ৩৭০
হিসবার বিষয়বস্তুর ব্যাপকতা ৩৭১
হিসবার বিষয়বস্তুর ব্যাপকতার কয়েকটি উদাহরণ ৩৭২
এক. আকিদাবিশ্বাসের ক্ষেত্রে ৩৭২
দুই. ইবাদাতের ক্ষেত্রে ৩৭২
তিন. মুআমালাতের ক্ষেত্রে ৩৭৩
চার. রাস্তাঘাট সম্পর্কিত ৩৭৩
পাঁচ. পেশা সংক্রান্ত ৩৭৪
ছয়. আখলাক ও মর্যাদার সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়াদি ৩৭৫
ইহতিসাব ৩৭৫
পরিচয় ৩৭৫
ইহতিসাব কীভাবে সম্পাদিত হবে ৩৭৬
ইহতিসাবের বিভিন্ন স্তর ৩৭৬
ফিকহুল ইহতিসাব বা ইহতিসাবের মর্ম ৩৭৮
প্রথম নীতি ৩৭৮
দ্বিতীয় নীতি ৩৭৯
তৃতীয় নীতি ৩৮০
ইহতিসাব কখন জরুরি ৩৮৩
ইহতিসাব উপকারে আসা শর্ত কিনা ৩৮৩
ইহতিসাব কখন মুসতাহাব ৩৮৬
ইহতিসাব কখন হারাম ৩৮৬
ইহতিসাবের দায়িত্ব পালনের শর্তসমূহ ৩৮৭
এ সময়ের ইহতিসাব ৩৮৮

শাসনব্যবস্থা

ভূমিকা ৩৮৯
শাসনব্যবস্থার উদ্দেশ্য ৩৯০
ইসলামে কি কোনো শাসনব্যবস্থা রয়েছে ৩৯০
ইসলামে শাসনব্যবস্থার ভিত্তিসমূহ ৩৯১

খলীফা ৩৯১
পরিচয় ৩৯১
খলীফা নিযুক্তির আবশ্যিকতা ৩৯১
খলীফা নির্বাচনের অধিকারী কে ৩৯৫
খলীফা নির্বাচনে উম্মতের অধিকারের ভিত্তি ৩৯৬
খলীফার আইনি অবস্থান ৩৯৮
উম্মত কীভাবে খলীফা নির্বাচন করবে ৩৯৮
আহলুল হাল্ল ওয়াল আকদ ৪০০
এ সময়ের আহলুল হাল্ল ওয়াল আকদ ৪০২
রাজত্বের উত্তরাধিকার ৪০৩
খলীফার শর্তসমূহ ৪০৭
খলীফা অপসারণ ৪১২
অপসারণ বাস্তবায়ন ৪১৩

শূরা ৪১৫
আবশ্যিকতা ৪১৫
পরামর্শ ছেড়ে দেওয়া রাষ্ট্রপ্রধানের অপসারণের কারণ হতে পারে ৪১৭
পরামর্শ করা এত গুরুত্বপূর্ণ কেন ৪১৭
পরামর্শ কোন কোন বিষয়ে করতে হবে ৪১৮
শূরা কাউন্সিল ৪১৮
রাষ্ট্রপ্রধান ও শূরাসদস্যদের মধ্যে মতানৈক্য ৪২১
রাষ্ট্রপ্রধানের মত গ্রহণ করা ৪২২
সংখ্যাগরিষ্ঠদের মতের বিপরীত হলেও রাষ্ট্রপ্রধানের রায়ই
গ্রহণযোগ্য হওয়ার দলিলসমূহ ৪২২

কয়েকটি আপত্তি ও এর জবাব ৪২৬
মতপ্রকাশে সাধারণ নাগরিকদের অধিকার ৪২৭
মতপ্রকাশে স্বাধীনতার সীমারেখা ৪২৯
বর্তমান সময়ে শূরা-ব্যবস্থা ৪৩০

ইসলামি শাসনের প্রতি আনুগত্য ৪৩২
ভূমিকা ৪৩২
উম্মাহর ক্ষমতা শর্তযুক্ত; শর্তহীন নয় ৪৩২
খলীফার ক্ষমতা শর্তযুক্ত; শর্তহীন নয় ৪৩৩
উম্মাহ ও খলীফার ক্ষমতাকে শর্তযুক্ত করার ফল ৪৩৩
শরীয়তের বিধান বাস্তবায়নে দৃঢ়তা ও সমতা ৪৩৫
ইসলামি রাষ্ট্র একটি আইনি রাষ্ট্র ৪৩৬
ইসলামে শাসনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ৪৩৯
শাসন মূল লক্ষ্য নয়, মাধ্যম মাত্র ৪৩৯
শাসনের লক্ষ্যসমূহ ৪৩৯
প্রথম উদ্দেশ্য : দীনের সংরক্ষণ ৪৪০
দ্বিতীয় উদ্দেশ্য : দীনের আলোকে দুনিয়া পরিচালনা করা ৪৪৩
পার্থিব বিষয়াদির ফয়সালা দীনের আলোকেই করতে হবে ৪৪৩
ক. জনগণের মাঝে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা ৪৪৩
খ. শান্তি ও নিরাপত্তা ছড়িয়ে দেওয়া ৪৪৮
গ. জনগণের প্রয়োজনীয় বিষয়াদির ব্যবস্থা ৪৪৮
ঘ. দেশের সম্পদের বিনিয়োগ ৪৪৯

অর্থব্যবস্থা

ভূমিকা ৪৫১
ইসলামি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বুদ্ধিবৃত্তিক ভিত্তি ৪৫২
অর্থব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত ইসলামি আকিদাবিশ্বাসের
কিছু ধারা ও দৃষ্টিভঙ্গি ৪৫৩

ইসলামি অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যাবলি ৪৬০
এক. মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির প্রতি গুরুত্বারোপ ৪৬০

দুই. আখলাক-চরিত্রের প্রতি গুরুত্বারোপ ৪৬৩
তিন. ব্যক্তির চাহিদা পূরণের ওপর জোর দেওয়া ৪৬৪

ইসলামি অর্থব্যবস্থায় সাধারণ নীতিসমূহ ৪৭০

কাজের স্বাধীনতা ৪৭০

ব্যক্তিগত মালিকানা ৪৭৭

মিরাস লাভের অধিকার ৪৮৩

বায়তুল মাল বা রাষ্ট্রীয় কোষাগার : আয়ের উৎস ও ব্যয়খাত ৪৮৭

বায়তুল মালের আয়ের উৎসসমূহ ৪৮৭
ভূমিকা ৪৮৭
এক. যাকাত ৪৮৮
দুই. জিযয়া ৪৯৮
তিন. খারাজ ৪৯৯
চার. উশূর ৫০১
পাঁচ. গনিমত ৫০২
ছয়. ফাই ৫০৬
সাত. অন্যান্য আয় ৫০৭

বায়তুল মালের ব্যয়খাত ৫০৯
এক. যাকাত ৫০৯
দুই. খনিজ সম্পদের যাকাত ও মাটির নিচে পাওয়া সম্পদের এক পঞ্চমাংশ ৫১০
তিন. গনিমত ৫১১
চার. ফাই ৫১১
পাঠকের মন্তব্য ৫১৬

بسم الله الرحمن الرحيم

শুরুর কথা

‘দাওয়াহ’ বলে আমাদের বোঝানো উদ্দেশ্য ‘দাওয়াহ ইলাল্লাহ’ বা আল্লাহর দিকে আহ্বান। আল্লাহ তাআলা বলেছেন :

قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِيْٓ اَدْعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِيْ

> তুমি বলো, এটা আমার পথ, আমি আল্লাহর দিকে আহ্বান করি, জেনেশুনে, আমি এবং আমার অনুসারীরা... ।[১]

আল্লাহর দিকে আহ্বান করার ব্যাখ্যা হচ্ছে তাঁর দীন ‘ইসলামে’র দিকে আহ্বান করা—

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ

> নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট একমাত্র দীন হচ্ছে ইসলাম।[২]

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এ দীন নিয়েই এসেছিলেন। তাই ইসলামই হচ্ছে দাওয়াতের মূলবিষয়, দাওয়াতের সার। এটাই দাওয়াতের প্রথম মৌলিক বিষয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ মহান ইসলামকে পৌঁছে দিয়েছিলেন সর্বোত্তম পন্থায়, সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতিতে। যেদিন আল্লাহ তাঁকে

---

[১] সূরা ইউসুফ, আয়াত ১০৮

[২] সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৯

রিসালাতের দায়িত্ব দিয়ে সম্মানিত করেছিলেন সেদিন থেকে আপন রব্বের সান্নিধ্যে যাওয়া পর্যন্ত তিনি আল্লাহর দিকে দাওয়াতে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে এজন্যেই পাঠিয়েছিলেন—

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّآ أَرْسَلْنَٰكَ شَٰهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٤٥﴾ وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْنِهِۦ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ﴿٤٦﴾

> হে নবী! আমি অবশ্যই তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষী, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে এবং আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহ্বানকারী ও দীপক প্রদীপরূপে।

তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই হলেন ইসলামের প্রথম দাঈ। আর দাঈ হচ্ছে দাওয়াতের দ্বিতীয় মৌলিক বিষয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিলেন এবং তাঁর রিসালাত পৌঁছে দিয়েছিলেন, তারা যেমন আরব ছিলেন, ছিলেন অনারবও। তাঁর রিসালাত শুধু আরবের জন্যে সীমিত নয়, বরং সকল মানুষের জন্যেই ব্যাপক। আল্লাহ তাআলা বলেছেন :

وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا

> আমি অবশ্যই তোমাকে পাঠিয়েছি সমগ্র মানবজাতির নিকট একজন সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে।[১]

এ মাদউ বা আহূত যারা, তারা দাওয়াতের তৃতীয় মৌলিক বিষয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামের দিকে দাওয়াতের দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে গিয়ে বিভিন্ন মাধ্যম ও পন্থা অনুসরণ করেছিলেন। সেগুলোর কথা আল্লাহ তাঁকে ওহীর মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছিলেন এবং কুরআন ও হাদীসে সেগুলো বর্ণিতও হয়েছে। এসব মাধ্যম, পন্থা এবং এ সংক্রান্ত বিষয়াদি হচ্ছে দাওয়াতের চতুর্থ মৌলিক বিষয়।

---

[১] সূরা সাবা, আয়াত ২৮

এ হিসেবে দাওয়াতের মূল আলোচ্য বিষয় মোট চারটি—দাওয়াতের বিষয়বস্তু, দাঈ বা আহ্বানকারী, মাদঊ বা আহূত ব্যক্তি এবং মাধ্যম।

উপরোক্ত আলোচনা অনুসারে আমাদের আলোচনাও চারটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত হবে। প্রতিটি অধ্যায়ে দাওয়াতের একেকটি মৌলিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হবে। সবশেষে থাকবে 'বর্তমান যুগে দাওয়াত' শীর্ষক আরেকটি অধ্যায় এবং একটি উপসংহার। এর ধারাক্রম হবে নিম্নরূপ :

প্রথম অধ্যায় : দাওয়াতের বিষয়বস্তু

দ্বিতীয় অধ্যায় : দাঈ বা আহ্বানকারী

তৃতীয় অধ্যায় : মাদঊ বা আহূত

চতুর্থ অধ্যায় : দাওয়াতের মাধ্যম

পঞ্চম অধ্যায় : বর্তমান যুগে দাওয়াত

সবশেষে উপসংহার।

অধ্যায় : ১

দাওয়াতের বিষয়বস্তু

ভূমিকা

আমরা বলেছি, দাওয়াতের বিষয়বস্তু হচ্ছে ইসলাম। আল্লাহ তাআলা স্বীয় রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তা ওহিরূপে পাঠিয়েছেন এবং তা কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। আমরা 'ইসলাম' সম্পর্কিত আলোচনাটি খুব দীর্ঘও করতে চাই না, আবার একেবারে সংক্ষিপ্তও করতে চাই না। আমরা এতটুকু বিস্তারিত আলোচনা করতে চাই, মাদঊ বা আহূত ব্যক্তির জন্যে যা জানা জরুরি এবং দাঈও যা এড়িয়ে যেতে পারে না। এ হিসেবে এখানে ইসলামের পরিচয়, এর রুকনসমূহ, এর বৈশিষ্ট্যাবলি, বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা এবং লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করা জরুরি মনে করছি। তাই এ অধ্যায়টিকে আমরা এ পাঁচটি অনুচ্ছেদেই বিন্যস্ত করছি—

প্রথম অনুচ্ছেদ : ইসলামের পরিচয়

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : এর রুকনসমূহ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : এর বৈশিষ্ট্যাবলি

চতুর্থ অনুচ্ছেদ : বিভিন্ন বিষয়ে ইসলামি ব্যবস্থা

পঞ্চম অনুচ্ছেদ : এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য।

অনুচ্ছেদ : ১
ইসলামের পরিচয়

নানাভাবে ইসলামকে সংজ্ঞায়িত করা যায়। যেমন :

প্রথম সংজ্ঞা

ইসলামের এ সংজ্ঞাটি 'হাদীসে জিবরীল আলাইহিস সালাম'-এ বর্ণিত হয়েছে। তিনি এসেছিলেন এক বেদুইনের বেশে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দীনের বিভিন্ন বিষয় জিজ্ঞেস করছিলেন, যেন উপস্থিত সকলে শুনতে পায় এবং তারা তাদের দীনের বিষয়াদি শিখে নিতে পারে। সে হাদীসের একটি অংশ—'আপনি আমাকে ইসলাম সম্পর্কে বলুন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : ইসলাম হচ্ছে, তুমি এ মর্মে সাক্ষ্য দেবে—আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল, যথাযথভাবে নামাজ আদায় করবে, যাকাত প্রদান করবে, রমাযানের রোযা রাখবে এবং সামর্থ্য থাকলে হজ্জ আদায় করবে।'[১] হাদীসের এ বর্ণনাই হচ্ছে ইসলামের পরিচয়। সামনে এর ব্যাখ্যা করা হবে।

দ্বিতীয় সংজ্ঞা

ইসলাম হচ্ছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সামনে বিনয়, আত্মসমর্পণ এবং আনুগত্য প্রকাশ। শর্ত হলো, এসব ইচ্ছাধিকারের ভিত্তিতে হতে হবে, জোরপূর্বক নয়। আল্লাহ তাআলার মহাজাগতিক ব্যবস্থাপনার সামনে বাধ্যতামূলক বিনয় প্রকাশ তো পুরো সৃষ্টিজগতই করে থাকে। এতে কোনো সওয়াবও নেই, কোনো শাস্তিও নেই। আল্লাহ তাআলা বলেছেন :

---

[১] সহীহ মুসলিম, হাদীস ৮

اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَ لَهٗۤ اَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ طَوْعًا وَّ كَرْهًا وَّاِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ۝۸۳

> তবে কি তারা আল্লাহর দীন ছাড়া অন্য কিছু তালাশ করছে? অথচ আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে যারা রয়েছে সবাই স্বেচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় তাঁর নিকট আত্মসমর্পন করেছে আর তাঁর কাছেই তাদের ফিরিয়ে নেওয়া হবে।[১]

দেখা যাচ্ছে, সকল সৃষ্টিই নিজ অস্তিত্ব লাভ, টিকে থাকা এবং ধ্বংস হওয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহর সামনে, তাঁর নীতির সামনে বিনয়াবনত। বাধ্যতামূলক এ বিনয়ের ক্ষেত্রে মানুষ এখানে অন্যসব মাখলুকের মতোই। এর বিপরীতে আল্লাহ তাআলার সামনে স্বেচ্ছা-বিনয়ই হচ্ছে ইসলামের মূল। মানুষকে তা করতে আদেশ করা হয়েছে এবং এর ভিত্তিতেই সওয়াব ও শাস্তি হবে। এর প্রকাশ ঘটে পূর্ণ সন্তুষ্টির সঙ্গে নিঃশর্তভাবে আল্লাহর বিধানাবলির সামনে পরিপূর্ণ অনুগত হওয়ার মধ্য দিয়ে। এ অর্থে ইসলামই হচ্ছে আল্লাহ তাআলার নিকট একমাত্র গ্রহণযোগ্য দীন। তিনি তাঁর রাসূলদের নিকট এর ওহিই পাঠিয়েছিলেন। তাঁরা মানুষের কাছে এ দীনই পৌঁছে দিয়েছিলেন। আল্লাহ তাআলা বলেছেন :

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ ۟ وَ مَا اخْتَلَفَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ؕ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ۝۱۹

> নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট (গ্রহণযোগ্য) ধর্ম কেবল ইসলামই। যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল তাদের কাছে জ্ঞান আসার পরই পারস্পরিক বিদ্বেষবশত তারা মতভেদ সৃষ্টি করেছে। আর যদি কেউ আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে তাহলে আল্লাহ তো হিসাবগ্রহণে তৎপর।[২]

---

[১] সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৮৩

[২] সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৯

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٨٥﴾

> যদি কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো দীন তালাশ করে তাহলে তার পক্ষ থেকে তা কখনোই কবুল করা হবে না, আর পরকালে সে হবে ক্ষতিগ্রস্তদের একজন।[১]

وَ مَنْ يُّسْلِمْ وَجْهَهٗٓ اِلَى اللّٰهِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ؕ
وَاِلَى اللّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ ﴿٢٢﴾

> যে ব্যক্তি আজ্ঞাবহ হয়ে নিজ চেহারাকে আল্লাহর অভিমুখী করে এবং সে হয় সৎকর্মশীল, নিশ্চয়ই সে ব্যক্তি আঁকড়ে ধরল এক মজবুত হাতল। সকল বিষয়ের শেষ পরিণাম আল্লাহরই ওপর ন্যস্ত।[২]

وَ وَصّٰى بِهَآ اِبْرٰهٖمُ بَنِيْهِ وَ يَعْقُوْبُ ؕ يٰبَنِيَّ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى لَكُمُ الدِّيْنَ فَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿١٣٢﴾ؕ اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ اِذْ حَضَرَ يَعْقُوْبَ الْمَوْتُ ۙ اِذْ قَالَ لِبَنِيْهِ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْۢ بَعْدِيْ ؕ قَالُوْا نَعْبُدُ اِلٰهَكَ وَ اِلٰهَ اٰبَآئِكَ اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ اِلٰهًا وَّاحِدًا ۚۖ وَّنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ﴿١٣٣﴾

> আর ইবরাহীম তার ছেলেদের অসিয়ত করে গিয়েছিল এবং ইয়াকুবও—হে আমার ছেলেরা! নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের জন্যে (এ) দীনকে বাছাই করে দিয়েছেন। তাই মুসলিম না হয়ে তোমরা কিছুতেই মৃত্যুবরণ করো না। ইয়াকুবের নিকট যখন মৃত্যু হাজির হলো তখন তোমরা কি উপস্থিত ছিলে? যখন সে তার ছেলেদের বলেছিল, আমার পরবর্তীতে তোমরা কীসের ইবাদত করবে, তারা বলেছিল, আমরা আপনার মাবুদ ও আপনার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম ইসমাঈল ও ইসহাকের

---

[১] সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৮৫

[২] সূরা লুকমান, আয়াত ২২

> মাবুদ—যিনি একক, তাঁর—ইবাদত করব, আর আমরা তাঁরই আনুগত্য করে যাব।[১]

সবশেষে অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের পর থেকে ইসলাম বলতে বোঝায় আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তাঁর নিয়ে আসা দীন এবং সে দীনের প্রতি পরিপূর্ণ ও নিঃশর্ত আনুগত্যকে। এ আনুগত্যের মধ্য দিয়েই আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সামনে মানুষের স্বেচ্ছা-বিনয় প্রকাশ পায়। এটাই হচ্ছে ইসলামের মূল, যেমনটা আমরা বলে এসেছি। ইসলামের এ বিশেষ অর্থেই এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে—

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا

> আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের ওপর আমার নেয়ামতকে পরিপূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন হিসেবে মনোনীত করলাম।[২]

এ বিশেষ অর্থে ইসলামের সংজ্ঞা হয় এরকম—'ইসলাম হচ্ছে বিশ্বজগতের রব আল্লাহর সামনে ইচ্ছাধীন বিনয়াবনত হওয়া। এর প্রকাশ ঘটে আল্লাহর সেসব বিধান পূর্ণরূপে মেনে নেওয়ার মধ্য দিয়ে, যা তিনি তাঁর রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ওহি পাঠিয়েছিলেন এবং তা মানুষের নিকট পৌঁছে দেওয়ার আদেশ তাঁকে করেছিলেন।'

তৃতীয় সংজ্ঞা

ইসলাম হচ্ছে এমন একটি সাধারণ ব্যবস্থাপনা, যা জীবনের সকল দিক এবং মানুষের আত্মশুদ্ধির পন্থাসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করে। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন রবের পক্ষ থেকে এগুলো নিয়ে এসেছিলেন এবং তিনি তাঁকে তা মানুষের নিকট পৌঁছে দেওয়ার আদেশ করেছিলেন।

---

[১] সূরা বাকারা, আয়াত ১৩২-১৩৩

[২] সূরা মায়িদা, আয়াত ৩

এসবের অনুসরন কিংবা বিরুদ্ধাচরণের ওপরই পুরস্কার কিংবা শাস্তি নির্ভর করে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন :

وَ مَنۡ یَّبۡتَغِ غَیۡرَ الۡاِسۡلَامِ دِیۡنًا فَلَنۡ یُّقۡبَلَ مِنۡهُ ۚ وَ هُوَ فِی الۡاٰخِرَۃِ مِنَ الۡخٰسِرِیۡنَ﴿۸۵﴾

> যদি কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো দীন তালাশ করে তাহলে তার পক্ষ থেকে তা কখনোই কবুল করা হবে না, আর পরকালে সে হবে ক্ষতিগ্রস্তদের একজন।[১]

তাই এখানে দীনের মধ্যে পূর্বোক্ত সব বিষয়ের পাশাপাশি অন্য আরও কিছু বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জগতের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা কিছু নিয়ে এসেছিলেন সেসবকিছু মিলেই ইসলামকে বোঝায়।

চতুর্থ সংজ্ঞা

আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর পবিত্র কুরআন ও হাদীসে আকিদাবিশ্বাস আখলাক ইবাদত ও মুআমালাতের যেসব বিধান এবং সংবাদ অবতীর্ণ করেছেন তার সমষ্টিই হচ্ছে ইসলাম। আল্লাহ তাঁকে এগুলো মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ারও আদেশ করেছিলেন। তিনি বলেছেন :

یٰۤاَیُّهَا الرَّسُوۡلُ بَلِّغۡ مَاۤ اُنۡزِلَ اِلَیۡکَ مِنۡ رَّبِّکَ ؕ وَ اِنۡ لَّمۡ تَفۡعَلۡ فَمَا بَلَّغۡتَ رِسَالَتَهٗ ؕ وَاللّٰهُ یَعۡصِمُکَ مِنَ النَّاسِ ...

> হে রাসূল! তোমার প্রতি তোমার রবের পক্ষ থেকে যা কিছু অবতীর্ণ হয় তুমি তা প্রচার করো। যদি তুমি না কর তাহলে তো তুমি তাঁর বার্তা পৌঁছে দিলে না! আল্লাহ তোমাকে মানুষ থেকে রক্ষা করবেন...[২]

---

[১] সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৮৫

[২] সূরা মায়িদা, আয়াত ৬৭

আল্লাহ তাঁর ওপর যা অবতীর্ণ করেছেন সেটাই হচ্ছে কুরআন ও সুন্নাহ। আমরা যেসব বিধানাবলির কথা উল্লেখ করেছি, এর সবই তাতে রয়েছে। এটা হচ্ছে আল্লাহর দীন। এটাই ইসলাম।

পঞ্চম সংজ্ঞা

ইসলাম হচ্ছে তিনটি প্রশ্নের সঠিক ও যথার্থ উত্তর। আগে-পরে সর্বকালেই মানুষের জ্ঞান এ প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে ফিরেছে। মানুষ যখনই একাকী হয়, জীবনের বিষয়াদি নিয়ে যখন সে ভাবে, কোনো মৃত ব্যক্তিকে যখন শেষ বিদায় জানায় কিংবা কারও কবর জিয়ারত করে, তখনই প্রশ্নগুলো তার চিন্তার জগতকে আচ্ছন্ন করে। প্রশ্ন তিনটি হলো,

আমরা কোত্থেকে এসেছি?

কেন এসেছি?

আমাদের গন্তব্য কোথায়?

এ প্রশ্নগুলোর যে যথার্থ উত্তর হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানিয়ে গেছেন—সেগুলোর সমষ্টিই হচ্ছে ইসলাম।

প্রথম প্রশ্ন সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন :

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَاِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَّ غَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ ؕ وَ نُقِرُّ فِي الْاَرْحَامِ مَا نَشَآءُ اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوْۤا اَشُدَّكُمْ ۚ وَ مِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفّٰى وَ مِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ اِلٰۤى اَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْۢ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْـًٔا...

> হে মানুষ! পুনরায় জীবিত হওয়া সম্পর্কে তোমাদের যদি কোনো সন্দেহ থাকে, তবে (একটু চিন্তা করো), আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি মাটি থেকে, তারপর শুক্রবিন্দু থেকে, তারপর 'আলাকা' থেকে, তারপর এক মাংসপিণ্ড থেকে, যা (কখনো) পূর্ণাকৃতি হয় এবং (কখনো) পূর্ণাকৃতি হয় না, তোমাদের কাছে

(তোমাদের) প্রকৃত অবস্থা সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করার জন্যে। আর আমি (তোমাদেরকে) যতকাল ইচ্ছা মাতৃগর্ভে রাখি এক নির্দিষ্ট কালের জন্যে। তারপর তোমাদেরকে শিশুরূপে বের করি। তারপর (তোমাদের প্রতিপালন করি) যাতে তোমরা পরিণত বয়সে উপনীত হও। তোমাদের কতককে (আগেই) দুনিয়া থেকে তুলে নেওয়া হয় এবং তোমাদের কতককে ফিরিয়ে দেওয়া হয় হীনতম বয়সে (অর্থাৎ চরম বার্ধক্যে), এমনকি তখন সে সবকিছু জানার পরও কিছুই জানে না...[১]

وَ لَقَدۡ خَلَقۡنَا الۡاِنۡسَانَ مِنۡ سُلٰلَۃٍ مِّنۡ طِیۡنٍ ﴿۱۲﴾ ثُمَّ جَعَلۡنٰهُ نُطۡفَۃً فِیۡ قَرَارٍ
مَّکِیۡنٍ ﴿۱۳﴾ ثُمَّ خَلَقۡنَا النُّطۡفَۃَ عَلَقَۃً فَخَلَقۡنَا الۡعَلَقَۃَ مُضۡغَۃً فَخَلَقۡنَا الۡمُضۡغَۃَ
عِظٰمًا فَکَسَوۡنَا الۡعِظٰمَ لَحۡمًا ٭ ثُمَّ اَنۡشَاۡنٰهُ خَلۡقًا اٰخَرَ ؕ فَتَبٰرَکَ اللّٰهُ اَحۡسَنُ
الۡخٰلِقِیۡنَ ﴿ؕ۱۴﴾

আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মাটির সারাংশ থেকে। তারপর তাকে স্খলিত বিন্দুরূপে এক সংরক্ষিত স্থানে রাখি। তারপর আমি সেই বিন্দুকে 'আলাকা'য় পরিণত করি। তারপর সেই 'আলাকা'কে গোশতপিণ্ড বানিয়ে দিই। তারপর সেই গোশতপিণ্ডকে অস্থিতে রূপান্তরিত করি। তারপর অস্থিরাজিতে গোশতের আচ্ছাদন লাগিয়ে দিই। তারপর তাকে অন্য এক সৃষ্টিরূপে গড়ে তুলি। বস্তুত সকল কারিগরের শ্রেষ্ঠ কারিগর আল্লাহ কত মহান![২]

الَّذِیۡۤ اَحۡسَنَ کُلَّ شَیۡءٍ خَلَقَهٗ وَ بَدَاَ خَلۡقَ الۡاِنۡسَانِ مِنۡ طِیۡنٍ ۚ﴿۷﴾ ثُمَّ جَعَلَ
نَسۡلَهٗ مِنۡ سُلٰلَۃٍ مِّنۡ مَّآءٍ مَّهِیۡنٍ ۚ﴿۸﴾ ثُمَّ سَوّٰىهُ وَ نَفَخَ فِیۡهِ مِنۡ رُّوۡحِهٖ وَ جَعَلَ
لَکُمُ السَّمۡعَ وَ الۡاَبۡصَارَ وَ الۡاَفۡـِٕدَۃَ ؕ قَلِیۡلًا مَّا تَشۡکُرُوۡنَ ﴿۹﴾

---

[১] সূরা হাজ, আয়াত ৫

[২] সূরা মুমিনূন, আয়াত ১২-১৪

> তিনি যেসব বস্তু সৃষ্টি করেছেন, তার প্রত্যেকটি করেছেন সুন্দর। আর মানব সৃষ্টির সূচনা করেছেন কাদা থেকে। অতঃপর তার বংশধারা চালু করেছেন নিঃসারিত তুচ্ছ পানি থেকে। তারপর তাকে ঠিকঠাক করত তার ভেতর নিজ রূহ ফুঁকে দিয়েছেন এবং (হে মানুষ!) তোমাদের জন্যে সৃষ্টি করেছেন কান চোখ ও অন্তর। তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।[১]

هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْـًٔا مَّذْكُوْرًا ۝ اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ ۖۗ نَّبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ۝

> মানুষের কাছে কখনো এমন সময় এসেছে কি, যখন সে উল্লেখযোগ্য কোনো বস্তু ছিল না? আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিলিত শুক্রবিন্দু থেকে, তাকে পরীক্ষা করার জন্যে। তারপর তাকে বানিয়েছি শ্রবণকারী ও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন।[২]

فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۝ خُلِقَ مِنْ مَّآءٍ دَافِقٍ ۝ يَّخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَآئِبِ ۝

> সুতরাং মানুষ লক্ষ করুক, তাকে কীসের দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সবেগে স্খলিত পানি দ্বারা, যা পৃষ্ঠদেশ ও পঞ্জরাস্থির মধ্য থেকে নির্গত হয়।[৩]

পবিত্র কুরআনের এ ধরনের আয়াতগুলো স্পষ্টই বর্ণনা করে—মানুষ একসময় কিছুই ছিল না। এরপর আল্লাহ তাআলা তাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। এরপর এসব আয়াতে বর্ণিত পন্থায় তিনি তুচ্ছ পানি থেকে মানুষের বংশবৃদ্ধির ব্যবস্থা করেছেন। তাই সৃষ্টির বিবেচনায় বলতে হয়, প্রথম মানুষ হযরত আদম আলাইহিস সালামকে মাটি কিংবা কাদামাটি

---

[১] সূরা সিজদা, আয়াত ৭-৯
[২] সূরা ইনসান, আয়াত ১,২
[৩] সূরা তারিক, আয়াত ৫

থেকে সৃষ্টি করা হয়েছিল। আর তাঁর বংশধরদের সৃষ্টি করা হয়েছে نُطۡفَةً مِّنۡ مَّنِيٍّ يُّمۡنٰى এক বিন্দু স্খলিত বীর্য[1] থেকে। অর্থাৎ মেরুদণ্ড ও পঞ্জরাস্থির মধ্য থেকে সবেগে স্খলিত পানি থেকে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেছেন :

وَمَا خَلَقۡتُ الۡجِنَّ وَالۡاِنۡسَ اِلَّا لِيَعۡبُدُوۡنِ

> আমি জিন ও মানুষকে কেবল এ জন্যেই সৃষ্টি করেছি যে, তারা আমার ইবাদত করবে।[2]

আল্লাহর পরিচয় লাভ, তাঁর প্রতি ভালোবাসা, তাঁর সামনে বিনয়াবনত হওয়া, পূর্ণতা অর্জন এবং নিজেকে উপযুক্ত স্তরে নিয়ে যেতে মানুষের জন্যে তিনি যেসব পদ্ধতি নির্ধারণ করেছেন সেগুলো অনুসরণ করা—এ সবই ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। মানুষের জন্যে তিনি ইবাদতপদ্ধতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন যেন দুনিয়া ও আখেরাতে সে প্রকৃত সফলতা অর্জন করতে পারে। মানুষকে এ বিস্তৃত অর্থে আল্লাহর ইবাদতের জন্যে সৃষ্টি করা হয়েছে। আমরা পরবর্তীতে তা আলোচনা করব।

তৃতীয় প্রশ্ন প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেছেন :

يٰۤاَيُّهَا الۡاِنۡسَانُ اِنَّكَ كَادِحٌ اِلٰى رَبِّكَ كَدۡحًا فَمُلٰقِيۡهِ ۚ﴿۶﴾

> হে মানুষ! তুমি নিজ প্রতিপালকের কাছে না পৌঁছা পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে পরিশ্রম করে যাবে, পরিশেষে তুমি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে।[3]

اَللّٰهُ يَبۡدَؤُا الۡخَلۡقَ ثُمَّ يُعِيۡدُهٗ ثُمَّ اِلَيۡهِ تُرۡجَعُوۡنَ ﴿۱۱﴾

> আল্লাহই সৃষ্টির সূচনা করেন, তিনিই তাকে পুনরায় সৃষ্টি করবেন, তারপর তোমাদেরকে তাঁরই কাছে ফিরিয়ে নেওয়া হবে।[4]

---

[1] সূরা কিয়ামাহ, আয়াত ৩৭

[2] সূরা যারিয়াত, আয়াত ৫৬

[3] সূরা ইনশিকাক, আয়াত ৬

[4] সূরা রূম, আয়াত ১১